গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য অধিদফতর (পিআইডি)
আঞ্চলিক তথ্য অফিস, ময়মনসিংহ
সংবাদকক্ষ ঃ ০২-৯৯৬৬৬১৩৭০ E-mail- pidmymensingh@gmail.com, Facebook: Pid Mymensingh

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৫৬

ডেঙ্গু সংক্রমণ জিরো পর্যায়ে আনতে সারাবছর কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান

ময়মনসিংহ জেলা তথ্য অফিস আয়োজিত কর্মশালায় মতামত

ময়মনসিংহ (বুধবার, ২৫ অক্টোবর ২০২৩):

যখন ডেঙ্গু আক্রান্ত বা সংক্রমণ বাড়ে তখন প্রয়োজনীয় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এমনকি ক্রাশ প্রোগ্রামের মাধ্যমেও ডেঙ্গুর লার্ভা নিধনসহ অন্যান্য কার্যক্রমের মাধ্যমে ডেঙ্গু প্রতিরোধ করা হয়। সেক্ষেত্রে সংক্রমণের মাত্রাও একেবারে নিচে চলে আসে। কিন্তু ময়মনসিংহবাসীকে ডেঙ্গু মুক্ত ময়মনসিংহ উপহার দিতে সারাবছরই ডেঙ্গু প্রতিরোধ বা নিধনের কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া উচিত বলে মতামত ব্যক্ত করা হয় 'ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতা তৈরিতে জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধিকরণ' শীর্ষক ওরিয়েন্টেশন কর্মশালায়। জিরো পর্যায়ের ডেঙ্গু মশামুক্ত ময়মনসিংহ গড়তে সকলের সহযোগিতা ও জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধিকরণের প্রয়োজনীয়তার আহ্বান জানানো হয় এতে।

জেলা তথ্য অফিস ময়মনসিংহ কর্তৃক আয়োজিত ইউনিসেফ বাংলাদেশ এর অর্থায়নে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের সহযোগিতায় বুধবার (২৫ অক্টোবর) ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের শহীদ শাহাবুদ্দিন মিলনায়তনে এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

ময়মনসিংহ অঞ্চলে ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতা তৈরিতে জনসম্পৃক্ততা কীভাবে বৃদ্ধি করা যায় সেটার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় এনে দরকারি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে এ কর্মশালার আয়োজন। সরকারের অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যগুলোর মধ্যে বহুবিধ সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের প্রেক্ষাপটেও বিভাগীয় বা জেলা পর্যায়ে এ ধরনের কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মোঃ ইকরামুল হক টিটু। বিশেষ অতিথি হিসেবে ইউনিসেফ ময়মনসিংহ এর চিফ অব ফিল্ড অফিসার মোঃ ওমর ফারুক, ময়মনসিংহ সিভিল সার্জন কার্যালয়ের এমও ডিসি ডা.রেদাউর রহমান খান, ময়মনসিংহ প্রেসক্লাবে সিনিয়র সাংবাদিক মীর গোলাম মোস্তফা উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ময়মনসিংহ সিটি করপোরেশনের মেয়র মোঃ ইকরামুল হক টিটু। কর্মশালাটিতে ময়মনসিংহের সরকারি দপ্তরের বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ, বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি, শিক্ষক, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, রোভার স্কাউট প্রতিনিধিসহ প্রায় অর্ধশতাধিক অংশগ্রহণকারী অংশগ্রহণ করেন।

কর্মশালায় ময়মনসিংহসহ সারাদেশের ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ে উপস্থাপনা উপস্থাপন করেন মোঃ আলমগীর হোসেন, হেলথ অফিসার, ইউনিসেফ ময়মনসিংহ এবং আসমাউল ইসলাম রুম্পা, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন। উপস্থাপনায় ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতা তৈরিতে জনসম্পৃক্ততা কীভাবে বৃদ্ধি করা যায় এবং সেইসাথে এর প্রয়োজনীয়তার চিত্র বর্ণনা করে এ আয়োজনের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন। সারাদেশের মধ্যে ডেঙ্গু পরিস্থিতিতে ময়মনসিংহ জেলা সর্বনিম্ন দিক থেকে ৩য় অবস্থানে রয়েছে। সিলেট ও

রংপুরের পরেই ময়মনসিংহের অবস্থান। সে তুলনায় ময়মনসিংহে আক্রান্তের সংখ্যা যথেষ্ট কম । পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ২০১৮ সালে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ১০ হাজার ১৪৮ জন এবং ২০২৩ সালে এটি দাঁড়িয়েছে ২ লক্ষ ৫৭ হাজার ৬০ জনে। আরো লক্ষ্য করা যায় যে, মধ্যবয়সী লোকেরাই বেশি আক্রান্ত হয়। ইউনিসেফ ময়মনসিংহের সোশ্যাল অ্যান্ড বিহেভিয়ার চেঞ্জ এর কনসালটেন্ট মোঃ আমান উল্লাহ কমিউনিটি এনগেজমেন্ট এর ওপর উপস্থাপনা উপস্থাপন করেন।

মুক্ত আলোচনা ও মতামত গ্রহণ পর্বে সিনিয়র সাংবাদিক মীর গোলাম হোসেন বলেন, শুধু ক্রান্তিকালে নয় সারা বছরই ডেঙ্গু প্রতিরোধের কার্যক্রম চালানো উচিত। শুধু সরকারিভাবে নয় যার যার অবস্থান থেকে এ ব্যাপারে কাজ করা উচিত। একজন সাংবাদিক হিসেবে সচেতনতার বার্তা প্রচার করতে প্রচারকের ভূমিকা পালন করতে পারি বলে মতামত ব্যক্ত করেন তিনি।

ময়মনসিংহ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আবু ইউসুফ খান বলেন, সচেতনতার লিফলেট যদি শিশুদের হাতে দিতে পারি তাহলে কার্যক্রমটি আরো ফলপ্রসূ হবে। সেইসাথে অভিভাবকদের সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।

আমরা যদি শিক্ষার্থীদের সচেতন করতে পারি তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মও সচেতন হবে। সামাজিক কাজগুলোতে আমাদের মনোযোগী হতে হবে। প্রতিষ্ঠান সবসময় নিজে একা করতে পারে না, তাই এ ব্যাপারে সকলের সহযোগিতা দরকার। স্টুডেন্টদের ভলানন্টিয়ার গ্রুপও সচেতনতা ও জনসম্পৃক্ততার কাজটি করতে পারে। শিক্ষার্থীরা এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিতে পারে বলে গুরুত্বপূর্ণ মতামত উল্লেখ করেন জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মোহছিনা খাতুন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ময়মনসিংহ সিটি করপোরেশনের মেয়র মোঃ ইকরামুল হক টিটু বলেন, ঢাকার বাহিরে জেলাগুলোর তুলনায় ময়মনসিংহ এখনো ডেঙ্গু প্রতিরোধে তুলনামূলকভাবে ভালো অবস্থানে রয়েছে। আমরা সারাবছর ডেঙ্গু প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রমও গ্রহণ করে থাকি। মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে নিয়মিত অভিযান চালিয়ে থাকি। ময়মনসিংহ জেলায় স্থানীয়ভাবে সংক্রমণের মাত্রা একেবারে নেই বললেই চলে। মাত্রা একেবারে কম থাকা সত্ত্বেও কীভাবে এটাকে শূন্য পর্যায়ে আনা যায় সে লক্ষ্যে সিটি কর্পোরেশন কাজ করছে। চলমান ধারা বজায় রাখতে এবং আরো বেশি জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করতে এ কর্মশালা।

ময়মনসিংহ জেলা তথ্য অফিসের পরিচালক শেখ মোঃ শহীদুল ইসলাম কর্মশালাটির অর্গানাইজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

সভাপতির বক্তব্যে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো: ইউসুফ আলী বলেন, জমে থাকা পানির মধ্যে এডিস মশার লার্ভার বংশ বিস্তার ঘটে। বাসা বাড়িতে আমরা হয়তোবা জমে থাকা পানি পরিস্কার করি কিন্তু পাবলিক প্লেসের জমে থাকা পানি কেউ নিজ দায়িত্বে পরিষ্কারের চিন্তাও করি না। এসব ক্ষেত্রেও আমাদের সকলকে সচেতন থাকতে হবে এবং এগিয়ে আসতে হবে। বিশেষ করে শিক্ষিত সচেতন লোকদেরকে আরও বেশি সচেতন হতে হবে। এতে করে ডেঙ্গু মোকাবিলায় আমরা বেশি সফল হবো।

#

মনির/দেওয়ান/হুদা/রিদওয়ান/রেজভী/২০২৩/১৭.০০ঘণ্টা